ভেনাস-সেরেনা

উইলিয়ামস্ যুগ

লিখেছেন **মিশায়েল আহ্‌মাদ**

উইলিয়ামস্, ভেনাস ও সেরেনা– মহিলা টেনিসে বর্তমানে দুটি অবিচ্ছেদ্য নাম। তাদের সাফল্যে আজ উদ্ভাসিত কৃষ্ণাঙ্গরা। সেই আর্থার অ্যাশ-এর পর তারাই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ টেনিস তারকা। দুই বোন হিসেবে এখনই তারা বেশ কিছু রেকর্ড ভেঙেছে। টেনিসকে নতুনভাবে লেখার জন্য যেন এই উইলিয়ামস্‌দের আগমন।

ভেনাসের জন্ম ১৯৭৯ ও সেরেনার ১৯৮০। ১৫ মাসের ব্যবধান। তাদের জন্ম মিশিগানের একটি সাধারণ পরিবারে। চার বছর বয়সে তারা তাদের এলাকার পার্কে টেনিস খেলা শুরু করে। মূলত তাদের বাবা রিচার্ড উইলিয়ামস্‌ই তাদের টেনিস খেলতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৯১ সালে ভালো সুযোগ-সুবিধার আশায় তারা টেনিসের স্বর্গরাজ্য ফ্লোরিডাতে পাড়ি জমায়। সেই একই সময় ভেনাসও তারকা বনে যায়। বিভিন্ন জুনিয়র টুর্নামেন্ট জয় করে। তিনি ১৪ বছর বয়সে পেশাদার হন। তার কিছুদিন পর সেরেনাও নিজেকে পেশাদার হিসেবে ঘোষণা করে। শুরু হয় উইলিয়ামস্‌দের যাত্রা।

বর্তমান টেনিসের দুই মহরথী ভেনাস ও সেরেনা

তারা একে অপরকে বলে সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ, কিন্তু দু'জন দু'জনা ছাড়া কিছুই বোঝে না। তারা একই সঙ্গে প্রিয় বন্ধু ও প্রবল প্রতিপক্ষ। এবং ঠিক এখানেই তাদের অন্যান্য প্রতিপক্ষদের আপত্তি। উইম্বলডনের সময় ফরাসি এমিলি মরেসমো বলেন যে তার মতে এই দুই বোনের একচ্ছত্র আধিপত্য মহিলা টেনিসের জন্য দুঃখজনক। কারণ তাদের ফাইনালে সব সময় দর্শকরা চাইবেন না, দর্শকরা সব সময় নতুন কিছু পছন্দ করে। মরেসমোর সঙ্গে অন্যান্য খেলোয়াড়রাও খুব একটা দ্বিমত পোষণ করেননি। তাহলে বোঝা যায় গত ২-৩ বছরে এই দুই বোন মহিলা টেনিসে কতোটা প্রভাব ফেলেছে।

উইলিয়ামস্‌দের রেকর্ড দেখলেই তাদের প্রভাবটা কতো সেটা পরিষ্কার হবে। শেষ হওয়া গত দশটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম-এর মধ্যে উইলিয়ামস্‌রা জয় করেছে ৭টি ও বাকি ৩টি জয় করেছে নতুন করে জেগে ওঠা জেনিফার ক্যাপ্রিয়াতি। তাছাড়া, ভেনাস ২৫টি ও সেরেনা ১৫টি ডব্লিউটিএ শিরোপা জয় করেছে। তারা এখন পর্যন্ত ৯ বার মুখোমুখি হয়। ভেনাসের দিকে পাল্লা ৫-৪-এ ঝুলে আছে। তবে তিনবার মুখোমুখি হয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম, যেখানে সেরেনা ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে।

দুই বোনই শৈলীর চেয়ে শক্তিতে বিশ্বাসী। তাদের খেলা দেখতে সুন্দর নয়। স্টেফি গ্রাফ, মনিকা সেলেস বা নাভ্রাতিলোভা, সান্‌চেজ ভিকারিও'র যুগ এটা না যে বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টিনন্দন টেনিস আমরা দেখবো। উইলিয়ামসদের সামনে অন্যান্য টেনিস খেলোয়াড়দের এখন নিতান্তই নিরুপায় মনে হয়। তাদের বিধ্বংসী সার্ভ, রিটার্ন এখন প্রতিপক্ষের বিভীষিকা। কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার সুবাদে তারা তাদের শারীরিক শক্তি পুরোপুরি দেখাতে পারছে এবং তা সাফল্যের সঙ্গেই কাজে লাগাচ্ছে। আমেরিকাতে কৃষ্ণাঙ্গ বা সংখ্যালঘুরা টেনিসকে এখনো আপন করে নিতে পারেনি। তাই তাদের এই সাফল্য যে সেই বাধা ভেঙে ফেলছে এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। আশা করা যায় আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যেই সেই সংখ্যালঘু থেকেই উইলিয়ামস্‌দের প্রতিপক্ষ বেরিয়ে আসবে। কারণ টেনিস এখন যে দিক অগ্রসর হচ্ছে সেটা শক্তির দিক। তাই শারীরিকভাবে শক্তিশালী কৃষ্ণাঙ্গরা যে এই খেলাকে ভালোবেসে ফেলবে এটা এখন উইলিয়ামস্‌দের সাফল্যের পর খুব স্বাভাবিক বিষয়।

তবে বর্তমানে ক্যাপ্রিয়াতি হলো দুই বোনের একমাত্র শক্ত প্রতিপক্ষ। তিনি কিছুটা হলেও ভোগাতে পারেন এদের। হিঙ্গিস ইঞ্জুরির সঙ্গে যুদ্ধ করেই কাহিল, অবশ্য তার প্রতিভা প্রশ্নাতীত। সুস্থ হিঙ্গিস সব সময় যে কাউকেই তছনছ করে দিতে পারে। বাকিদের মধ্যে আছে সেলেস– তিনি তার সেরা সময় ফেলে এসেছেন। এখন নিতান্তই নেশার বশেই তার প্রিয় খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। মেরি পিয়ার্স-এর প্রতিভা নিয়ে প্রশ্ন কেউ কখনো না করলেও এই 'অপ্সরী ফরাসি' কখনোই ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারেনি। নতুনদের মধ্যে জাস্টিন হেনিনের খেলায় সৌন্দর্য থাকলেও, শক্তিতে তিনি যোজন মাইল পিছিয়ে; কিম ক্লিস্টারস উইলিয়ামস্‌দের ভোগানোর জন্য যথেষ্ট নয়, আনা কুর্নিকোভা কখনই শিরোপা জেতেনি। তাই এই 'রূপসী রুশ'কে আমরা শুধুই কোর্টে হাজির হতে দেখবো, জিততে নয়। তাছাড়া নতুন মুখ লিখতসেভা, হাঞ্চুকোভাদের এখনও পরিণত হতে সময় লাগবে উইলিয়ামস্‌দের বেগ দিতে হলে। এতেই মনে হচ্ছে বর্তমানে বিশ্বের ১নং ও ২নং মহিলা টেনিস খেলোয়াড় যথাক্রমে সেরেনা ও ভেনাস-এর আগামী ৫ কি ৬ বছর শান্তিতেই কাটবে। ভবিষ্যৎ ডিজাইনার ভেনাস বা সেরেনা কতোদিন খেলা চালিয়ে যাবেন এটা তারাই জানেন, তবে এই দশক 'উইলিয়ামস্‌দের দশক' হবে এটা এখন সকলেই বলছেন। টেনিসের লাভই হোক বা ক্ষতিই হোক, সত্য হলো উইলিয়ামস্‌দের হারানোর ক্ষমতা বর্তমানে খুব বেশি কারো নেই।